

কলার বিটল পোকা

পোকার বৈজ্ঞানিক নাম: *Nodostoma viridipennis* Mots.

কলা ফসলের ক্ষতিকর পোকায় মধ্যে একটি কলার বিটল পোকা। এ পোকায় আক্রমণ মুড়ি ফসলেই বেশী দেখা যায় কারণ আগের ফসলের পোকা বাগানেই গাছের গোড়ায় ও মরা পাতায় বেঁচে থাকে। এ পোকা গাছের কচি পাতার গোড়ার দিকে থাকে।

ক্ষতির লক্ষণ:

- কীড়া এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকা উভয়ই কলাগাছের ক্ষতি করে।
- পূর্ণবয়স্ক পোকা প্রথমে কলা গাছের কচি হলদে পাতা কুরে কুরে খায়, ফলে পাতাতে কালো দাগ পড়ে।
- পাতা বড় হলে দাগও বড় হয়, ফলে গাছের খাদ্য তৈরী ব্যহত হয়।
- পূর্ণাঙ্গ বিটল পোকা কচি কলার সবুজ অংশ চেষ্টে খেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ তৈরী করে।
- কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে দাগগুলি আকারে বড় হয় এবং কালচে বাদামী রং ধারণ করে।
- দাগযুক্ত কলা বসন্ত রোগের দাগের মত দেখায়।
- আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত ফল আকারে ছোট হয় এবং ফলন কমে যায়।



বিটল পোকা দ্বারা আক্রান্ত কলা

প্রতিকার:

- প্রয়োজনে মুড়ি ফসল চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কলার বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছের মরা পাতা এবং অন্যান্য আগাছা একত্র করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বাগানে আঠায়ুক্ত বোর্ড স্থাপন করা।
- বাগানে আলোর ফাঁদ স্থাপন করা।
- কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে দুই মুখ খোলা ছিদ্র বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ দিয়ে কলার মোচা ঢেকে দিতে হবে। কাঁদি সম্পূর্ণ বের হবার এক মাস পর পলিথিন খুলে দিতে হবে।
- গাছে কাঁদি আসার আগ পর্যন্ত কচি পাতার গোড়ায় পোকা লুকিয়ে থাকে। ম্যালাথিয়ন অথবা নগস ভালভাবে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।
- এ পোকা দমনে কার্বাইল গ্রুপের যেমন সেভিন ১.৫ গ্রাম অথবা ডায়াজিনন গ্রুপের যেমন ডায়াজিনন ৬০ ইসি ২ মি.লি. প্রতি ১ লি. পানিতে মিশিয়ে মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে একবার কাঁদির প্রথম কলা বের হওয়ার পর একবার এবং সম্পূর্ণ কলা বের হওয়ার পর আরও একবার মোট ৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে থিয়ামিক্স গ্রুপের (যেমন ২.০ গ্রাম একতারা ২৫ ডলিউজি) প্রতি ১০ লিটার / আইসোপ্রোক্যার্ব গ্রুপের (যেমন মিপসিন ৭৫ ডলিউপি ২ গ্রাম / লিটার) কীটনাশক পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:

পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।